পরিবার পরিচিতি কার্ড: মডেল গোপালগঞ্জ

পরিবার পরিচিতি কার্ড কি?

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী গোপালগঞ্জের মোট জনসংখ্যা ১১.৭২ লক্ষ এবং পরিবার সংখ্যা ২,৪৯,৮৭২ টি। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক সম্পাদিত National Housing Database (NHD) (অপ্রকাশিত খসড়া) অনুযায়ী গোপালগঞ্জ জেলার জনসংখ্যা আনুমানিক ১৮.৭৯ লক্ষ এবং পরিবারের সংখ্যা আনুমানিক ৩,১৯,৯৬২ টি। NHD ও BBS এর তথ্য মতে গোপালগঞ্জ জেলায় দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৬৫,৫০০ টি; যার মধ্যে চরম দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত পরিবার প্রায় ৩২,৫০০ টি। সরকারের অনেকগুলো দপ্তরে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী প্রোগ্রাম বিদ্যমান। খাদ্য অধিদপ্তর পৌর এলাকাতে ২৪,৬০০ টি পরিবারকে OMS সুবিধা প্রদান করছে এবং ৫১,৩৪০ টি পরিবার খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় এনেছে।

গোপালগঞ্জে VGD প্রাপ্ত পবিারের সংখ্যা ১১,১৮৬ টি, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীপ্রাপ্ত পরিাবার সংখ্যা ৫,৮৭৪ টি। এছাড়া VGF প্রাপ্ত পবিারের সংখ্যা ৮৯,৩৬৩ টি, কৃষি পরিবারকে সার, বীজ সহায়তা, জেলে পরিবারকে সহায়তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে স্বল্প,মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন রকমের সহায়তা প্রদান করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেলাসমূহের মোট পরিবার এবং সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারসমূহের কোন কেন্দ্রীয় ডাটা না থাকায় কোন ভাবেই বোঝা সম্ভপর নয় যে, কোন পরিবার কোন ধরণের Safety Net এর আওতায় রয়েছে এবং Safety Net এর আওতা বহির্ভূত পরিবারের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কত।

সম্প্রতি চলমান কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে লকডাউন ঘোষণার সাথে সাথে স্বল্প আয়ের মানুষদের বাড়িতে ত্রাণ পৌঁছানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ গোষ্ঠি/পেশাভিত্তিক সহায়তা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ছিল। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, পেশাভিত্তিক পরিবারের কোন পরিসংখ্যান না থাকায় প্রতিটি দুর্যোগের সময়েই তড়িঘড়ি করে সুবিধা প্রাপ্তদের তাৎক্ষণিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ফলে তা কখনোই নির্ভুল হয় না এবং এতে করে অনেক সময় স্থানীয় প্রশাসন/জনপ্রতিনিধি বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তিতে সমস্যা তৈরি হয়।

এই ধরণের সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব, যখন একটি জেলার প্রত্যেকটি পরিবারের তথ্য একটি ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে এবং সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ডাটা নিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে। এই সমাধান হিসেবেই গোপালগঞ্জ কর্তৃক পরিবার পরিচিতি কার্ড তৈরি ও বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পরিবার পরিচিতি কার্ডের বৈশিষ্ট:

০১। প্রত্যেক পরিবারের অনুকূলে পরিবার প্রধানের নামে একটি কার্ড ইস্যু করা হবে।
০২। প্রত্যাক পরিবারের জন্য একটি পরিচিতি নম্বর থাকবে, যা জিও কোড অনুসরণ করে সৃষ্ট।
০৩। কিউ.আর. কোড ব্যবহার করা হয়েছে, যেখান থেকে কোড রিডারের মাধ্যমে কার্ডের যথার্থতা বিচার করা যাবে।
০৪। কার্ডের উপর পরিবার প্রধানের নাম, ঠিকানা, NID ও মোবাইল নম্বর দেয়া আছে। এগুলোর যেকোন একটি ব্যবহার করেই ডাটাবেজ থেকে ঐ পরিবারের বিস্তারিত তথ্যসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা, তাদের পরিচয়, NID নম্বর, কোন ধরণের সেবাভোগী (ভাতা পায় কিনা), পারিবারিক আর্থিক অবস্থার ধরণ (অতি দরিদ্র, দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত), পেশা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।
০৫। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে পরবর্তীতে যে কোন তথ্য যে কোন জায়গায় অবস্থান করেই ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে কোন তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তা ডিজিটাল উপায়ে সম্পূর্ন করা হবে।

ডাটাবেজ- এর ব্যবহার:

০১। ডাটাবেজ থেকে যেকোন সময়ে যেকোন ধরণের সুবিধাভোগীর তালিকা পাওয়া যাবে;
০২। পেশাভিত্তিক পরিবারের তালিকা প্রণয়ন সম্ভব;
০৩। সেফটি নেটওয়ার্কের আওতাধীন ও আওতা বহির্ভূতদের তালিকা প্রণয়ন সম্ভব;
০৪। কোন পরিবার একই সুবিধা একাধিকবার পেলে তা নিরূপন করা সম্ভব;

০৫। বেকার ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবার প্রতি কর্মসৃজন প্রকল্প গ্রহণ সম্ভব।

০৬। বিদ্যমান অন্য যেকোন ডাটাবেজের সাথে তথ্য শেয়ারিং এর মাধ্যমে যেকোন ধরণের জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব;

০৭। ব্যবহৃত Sofeware টি যে কোন জেলায় কপি করে রেপ্লিকেট করা সম্ভব;

০৮। একটি NID নম্বর ব্যবহার করে একাধিকবার পরিবারের কার্ড প্রস্তুত সম্ভব নয়। ডাটাবেজে একটি NID নম্বর দিলেই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখিয়ে দিবে যে, কত নম্বর পরিবারের পরিবার প্রধান অথবা পরিবারের সদস্য। এই নম্বর দিয়ে নতুন পরিবারের কার্ড পেতে হলে তাকে অবশ্যই পুরানো পরিবারের মেম্বার থেকে নাম ডিলিট করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির প্রত্যয়ন প্রয়োজন হবে;

০৯। ভিন্ন ভিন্ন উপজেলা ও পৌরসভার জন্য ভিন্ন রঙ্গের কার্ড, যাতে কার্ড দেখেই বোঝা যায়- এটি কোন এলাকার;

১০। সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য কার্ড প্রদত্ত সুবিধাদি ম্যানুয়ালি লেখবার সুবিধা সম্বলিত।

ডাটাবেজের বর্তমান অবস্থাঃ

এপ্রিল/২০২০- এর প্রথম সপ্তাহে কার্যক্রম শুরু করে ২য় সপ্তাহে কার্ডবিলি শুরু হয়। আজ ১০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ডাটা এন্ট্রিকৃত পরিবারের সংখ্যা- ২,৬২,৬৬৮ টি এবং প্রিন্টকৃত কার্ডের সংখ্যা- ৫৬,২৩৭ টি।

ইতোমধ্যে ডাটাবেজ/কার্ডের ব্যবহার:

০১। করোনাকালীন ত্রাণ বিতরণ;

০২। সাম্প্রতিক OMS এর তালিকা তৈরি;

০৩। বিদ্যমান খাদ্যবান্ধব কার্ডের তালিকা যাচাই ও সংশোধন;

০৪। স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে করোনাকালীন ডাটাবেজে তথ্য এন্ট্রি (কোন আর্থিক সংশ্লেষ ব্যতিরেকে);

০৫। সন্নিবেশিত তথ্যাদি ও পারিবারিক অবস্থান প্রামাণিক দলিলাদির ভিত্তিতে যে কোন সময়ে সংশোধনযোগ্য;

০৬। মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে ডাটাবেজ হালনাগাদযোগ্য;

০৭। ঈদ পরবর্তীতে ৪,০০০(চার হাজার) পরিবারকে Online এ ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা করে প্রদান;

০৮। ত্রাণের ডুপ্লিকেশন যাচাই;

০৯। কৃষি বিভাগে পরিবারভিত্তিক সবজি বাগান প্রদর্শনীর তালিকা যাচাই;

১০। ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের শিশু খাদ্য বিতরণ;

১১। ঘুর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্থদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান।

এই মডেলের বৈশিষ্টঃ

০১। সফটওয়্যারটি জেলায় কর্মরত প্রোগ্রামারের সহায়তায় স্বেচ্ছাশ্রমে প্রস্তুত;

০২। তথ্যসমূহ প্রত্যেক পরিবারের স্বপ্রনোদিত;

০৩। পারিবারিক অবস্থা জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে যাচাইকৃত;

০৪। কার্ডের স্যাম্পেল;

০৫। সংগৃহীত তথ্যের ফরম;

০৬। ডাটা আপলোড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য;

০৭। কার্ড প্রস্তুতের কর্ম পদ্ধতি।

মডেল বাস্তবায়নের প্রকৃত খরচঃ

০১। সফটওয়্যারটি বিনা খরচে প্রস্তুত;

০২। ডাটা কালেকশন জনগণ কর্তৃক সম্পাদিত। শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ে ১,৫০,০০০ ফরম বিতরণ করা হয়েছে;

০৩। করোনাকালীন সময়ে ঘরে অবস্থানকালীন স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে ডাটাবেজে তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে;

০৪। প্রতিটি কার্ড প্রিন্টের ক্ষেত্রে A4 (প্রতি শিটে ২টি করে) ড্রইং পেপার ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ক্রয় করা হয়েছে।